সংবাদ

তারিখ ... 23 AUG 2013
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ফোরামের অযৌক্তিক আন্দোলন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করানো হচ্ছে অশিক্ষক, বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা এবং যেসব কলেজে অনার্স ও মাস্টার্স পড়ানো হয় না সেখানকার শিক্ষকদের দিয়ে। অভিযোগটি বাস্তবিক না হলেও গত রোববার সংবাদ এ সম্পর্কে একটি তথ্যানুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এভাবেই আরেকবার দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিল। অভিযোগ এসব উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য বিলি-বণ্টন হয় টাকা-পয়সা লেনদেনের মাধ্যমে।

সংবাদের সংবাদদাতা শিক্ষা ভবনে গিয়ে জনৈক কর্মকর্তাকে এভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে দেখেন। কিন্তু এই কর্মকর্তা দীর্ঘদিন থেকেই একাডেমিক কার্যক্রম থেকে দূরে রয়েছেন। অভিযোগ তিনি নিজে কিছু উত্তরপত্র দেখছেন। বাকি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করছেন কর্মচারীদের দিয়ে। পরে সংবাদদাতা খোঁজখবর নিয়ে জানতে পেরেছেন, অনার্স মাস্টার্স পড়ানো হয় না রাজধানী ও রাজধানীর বাইরে প্রত্যন্ত এলাকার এমন অসংখ্য কলেজের ডিগ্রি পাস কোর্স পড়াচ্ছেন শিক্ষকরাও অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করছেন। অথচ অনার্স ও মাস্টার্স পাঠদানকারী বিভিন্ন কলেজের অনেক যোগ্য শিক্ষক খাতা মূল্যায়নের সুযোগ পাচ্ছেন না।

বিভিন্ন সংস্থায় প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা অশিক্ষক, অযোগ্য, অদক্ষ, অপেশাদার ও পাসকোর্স পড়ানো শিক্ষকদের দিয়ে এভাবেই খাতামূল্যায়নের কারণেই এবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের অনার্স পার্ট-১ এর ফলাফলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটেছে। পরীক্ষার্থীরা এ নিয়ে আন্দোলন পর্যন্ত করেছেন। তারা বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ ও ঢাকার প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করেছেন। কারণ এই পরীক্ষায় অনেক ক্ষেত্রে মেধাবী শিক্ষার্থীরা যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে কম নম্বর পেয়েছেন, তেমনি অপেক্ষাকৃত কম মেধাবী শিক্ষার্থীরা বেশি নম্বর পেয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ফল বিপর্যয় স্বীকার করে পরীক্ষার্থীদের অনুকূলে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এতে করে উত্তরপত্র মূল্যায়নে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের অনিয়মের অভিযোগই প্রমাণিত হলো।

এ ক্ষেত্রে আরও অভিযোগ হলো, বর্তমানে অনার্সের প্রতিটি খাতা মূল্যায়নে ৩২ টাকা ও ডিগ্রি (পাস) কোর্সের প্রতিটি খাতা মূল্যায়নে ২৫ টাকা সম্মানী পান পরীক্ষকরা। আর একজন শিক্ষক ২০০ থেকে সর্বোচ্চ ২৫০টি খাতা পাওয়ার নিয়ম। অথচ অশিক্ষক ও অযোগ্য শিক্ষকরা একেকজনে ৪০০ থেকে ৫০০ উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে। সুতরাং একজন পরীক্ষকের পক্ষে উত্তরপত্র ফেরত পাঠানোর দশ-পনের দিনের নির্ধারিত সময়ে সঠিকভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করাও সম্ভব হয় না। অথচ এই অনিয়মই হয়ে আসছে। সব বিষয়েই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে ব্যাপক স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি। যার মাশুল দিচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ধরনের অনৈতিক কাজের আমরা শুধু নিন্দাই করছি না, আমরা এ মুহূর্তে এ ক্ষেত্রে দ্রুত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ দাবি করছি। দীর্ঘদিন ধরেই পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে এ ধরনের অভিযোগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে শোনা যাচ্ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কেনই বা এ ক্ষেত্রে চোখ বুজে রয়েছে সেটা আমাদের বোধ গম্য নয়।

পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নই যদি হয় অদক্ষ এবং অশিক্ষকদের হাতে, তাহলে কীভাবে শিক্ষার গুণগত মান সুরক্ষিত হবে। এমনিতেই সেশনজট ও বিভিন্ন অব্যবস্থাপনার দুর্নাম থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এখনও মুক্ত হতে পারেনি। বিগত আমল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে দলীয় বিবেচনায়। অবসর নেয়ার পরও চাকরির মেয়াদ দলীয় আনুগত্যের বিবেচনায় বাড়িয়ে বাড়িয়ে কর্মকর্তারা পদ আগলে আছেন। তারই পরিণতি এ ধরনের দুর্নীতি, উত্তরপত্র মূল্যায়নে অনৈতিকতা, সেশনজট ও বিভিন্ন অব্যবস্থাপনা।

এটা এখন বন্ধ হওয়া দরকার। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা কমিটি গঠন করতে হবে প্রাসঙ্গিক ও যোগ্য শিক্ষকদের নিয়ে। বন্ধ করতে হবে স্বজনপ্রীতি ও দলীয়করণ এবং পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের অনৈতিকতা।